বদলে যাওয়ার দিন

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি

বাস্তবায়নে

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

বদলে যাওয়ার দিন

প্রকাশনায়
ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
Learning and Innovation Fund to
Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল
আগষ্ট ২০১৮

প্রকাশনায়
ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
বাড়ী # এফ ১০ (পি), রোড # ১৩, ব্লক # বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ই-মেইলঃ ypsa_arif@yahoo.com, mmurshed.chy@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.ypsa.org

প্রকাশনা উপদেশক
ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ
এ. কিউ. এম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা
মোঃ মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, পরিচালক, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ইপসা

সম্পাদনা পরিষদ
এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
মোঃ মনিরুজ্জামান খান, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
মোঃ সাঈদ আখতার, ফোকাল পার্সন, লিফট কর্মসূচি, ইপসা

প্রচ্ছদ
সালাহউদ্দীন আহমেদ

সহযোগিতায়
কাজী আসগর মাহমুদ, সহকারী পরিচালক, ইপসা
শেখ মনজুর কাদের, ফাইন্যান্স ম্যানেজার, ইপসা
নেওয়াজ মাহমুদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপসা
মো: মহসিন মিঞা, মৎস্য কর্মকর্তা, ইপসা
সুমন দেবনাথ, কৃষি কর্মকর্তা, ইপসা
ডা: ইমাম মো: আবু হেনা সজিব, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ইপসা

অর্থায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায়
Learning and Innovation Fund to
Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

ডিজাইন, ফটোগ্রাফী ও প্রোডাকশন
Visual Acoustics
Visualize Your Thinking.......
visualacousticsbd@gmail.com

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-নির্ভর সংগঠন সমূহের
৮ম সম্মিলন
তারিখ-২০ মার্চ ২০১৭
স্থান-ইপসা মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র,
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম.
শুভ উদ্বোধন
আয়োজনে-
ফেডারেশন অব ডিপিওসীতাকুন্ড
সহযোগিতায়-
ইপসা
পিকেএসএফ

Certificate
Innovative Practice
2017
Zero Project
Awardee
2017
YPSA
(Young Power in Social Action)

প্রাক্‌কথন

“পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে LIFT কর্মসূচি”

মোঃ আরিফুর রহমান
প্রধান নির্বাহী ,ইপসা

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার মহাদেবপুর গ্রামে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ কিছু সংখ্যক উদ্যোমী যুবদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ইপসা ইতোমধ্যে ৩৩ বছর অতিবাহিত করেছে। সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুনাম অর্জন করে আসছে। যুব ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনবদ্য অবদান রাখায় এই সংস্থা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়।

২০০৬ সালে ইপসা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থার মর্যাদা লাভ করে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমগুলোর অন্যতম হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম, দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি। বর্তমানে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় ইপসা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, কমিউনিটি রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২ পরিচালনা, রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) গরুর জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, টার্কির খামার প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবার ভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে।

উল্লেখিত LIFT কর্মসূচি সমূহের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও দারিদ্রতা দূর করা এবং ক্ষমতায়ন সম্ভব। কমিউনিটি রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২ এর মাধ্যমে জনগণ যেমন বিভিন্ন তথ্য পেয়ে উপকৃত হচ্ছে, তেমনি করে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। অপরদিকে, ইপসা ফিজিওথেরাপি সেন্টার সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীতার শিকার ব্যক্তিদের সুস্থ ও কর্মক্ষম করে তুলছে এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে উপযুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করে তাদেরকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করছে। পিকেএসএফ তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাগসই এবং পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোরায় পৌছে দেবার যে উদ্যোগ গ্রহন করেছে তারই প্রচেষ্টা টার্কি ও কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনজীবিকা এবং কৃষক পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেই সব কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এই সচিত্র প্রকাশনা যা সমাজে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সূদুর প্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, LIFT কর্মসূচির আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য পিকেএসএফসহ কর্মসূচি সমূহের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তাদের, সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মী এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠী যারা এই কর্মসূচি সমূহ বাস্তবায়নে ইপসার সাথে কাজ করছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় সহযোগী হিসাবে সংস্থার LIFT কর্মসূচি সমূহে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি।

সূচিপত্র

পিকেএসএফ-এর Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় 'ইপসা' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগসমূহের তালিকা ০৮-০৯

কমিউনিটি রেডিও স্টেশন পরিচালনা ১০-১৭

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ১৮-২১

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার . . ২২-২৫

রেড চিটাগাং ক্যাটল-এর জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ . . . ২৬-২৯

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৩০-৩৩

টার্কির খামার প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন . . ৩৪-৩৭

কেস স্টাডি. ৩৮-৪৭

শেষ কথা ৪৮

পিকেএসএফ-এর Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় 'ইপসা' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগসমূহের তালিকা

১। কমিউনিটি রেডিও স্টেশন পরিচালনা
২। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন
৩। ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার
৪। রেড চিটাগাং ক্যাটল-এর জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ
৫। প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি
৬। টার্কির খামার প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২
ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সীতাকুণ্ড ক্যাম্পাস
ঢাকা ট্রাংক রোড, সীতাকুণ্ড-৪৩১০, চট্টগ্রাম

১। কমিউনিটি রেডিও স্টেশন পরিচালনা

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও, রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২ বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত চট্টগ্রামে প্রথম কমিউনিটি রেডিও। রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২ তথ্য মন্ত্রনালয় ও বিটিআরসি লাইসেন্স নং ৫ (পাঁচ) অনুমোদন লাভের পর বিগত ২৩ নভেম্বর ২০১১ সাল হতে রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২ পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, উদার এবং মুক্ত প্রকৃতির ছন্দময় সৌহার্দ্যে গরিয়ান বীর চট্রলার উপকণ্ঠ সীতাকুণ্ড। এখানকার মাটি আর মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার মন প্রাণকে উদ্বেলিত করে। পশ্চিমে সমুদ্রের বিস্তৃত জলরাশি অনবরত বয়ে চলছে। প্রায় ৩৫ কিলোমিটার বিস্তৃত সাগর সৈকতের প্রান্ত ছুয়ে আছে ঘন বন। সমুদ্র অবগাহনে মেতে উঠে নিসর্গ। পূর্বে শ্যামলীমাময় সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান বনজ সম্পদে সুশোভন, মাঝে বিস্তৃত আবাসভূমি আর ফসলের অবারিত মাঠ। সীতাকুণ্ডে পশ্চিমে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দ্বীপ সন্দ্বীপ চ্যানেল। পূর্বে শ্যামল মূতির দৃষ্টিনন্দন পাহাড়ের সুউচ্চ সারি চন্দ্রনাথ পাহাড়, যে পাহাড়ের বুক চিরে রূপালী ঝর্ণধারা বয়ে চলছে সাগর পানে এবং মাঝখানে সমান্তরাল বহমান ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেল লাইন। এরই সমন্বয়ে নামকরণ করা হয়েছে 'রেডিও সাগর গিরি' এফএম ৯৯.২। পূর্বে পাহাড় সংলগ্ন ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলা দক্ষিনে প্রাচ্যের রাণী খ্যাত বন্দর নগরী চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানা, উত্তরে মিরসরাই উপজেলা। বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ৯ কিলোমিটার উত্তরে, রাজধানী ঢাকা থেকে ২১৯ কিলোমিটার দক্ষিণে ৩৫ কিমি দৈর্ঘ্য সাগর গিরির মিলন কেন্দ্র বার আউলিয়ার পূণ্য ভূমিতে সীতাকুন্ড উপজেলার অবস্থান। উপজেলা সদর হতে চট্টগ্রামের দুরত্ব ৩৭ কিমি এবং ঢাকার দুরত্ব ২৩৭ কিঃ মিঃ। উপজেলা সদর সামান্য দূরত্বে রেডিও 'সাগর গিরি'-এর অবস্থান ।

সাগর গিরি
Aitkenson
AT-M4032
TUNING
6 BAND RADIO

রেডিও
FM 99.2
সাগর গিরি
সবার কথা বলে

উদ্যোগের লক্ষ্য ঃ গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ঃ

কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার সকল পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

উদ্দেশ্য সমূহঃ

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

২. স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।

৪. ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকারিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋণের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

৫. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষমতা তৈরীতে সহায়তা করা।

৬. সম্প্রচার এলাকার সার্বিক সমন্বিত উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কাজ করা।

রেডিও সাগর গিরি-এর বিস্তৃতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

জেলার নাম:	চট্টগ্রাম
উপজেলার নাম:	সীতাকুন্ড, মিরসরাই ও সন্দ্বীপ
ইউনিয়নের সংখ্যা:	৭টি
গ্রামের সংখ্যা:	৬৪টি
শ্রোতার সংখ্যা:	প্রায় ১২ লক্ষ
সম্প্রচার এলাকার আয়তন:	প্রায় ১৭ বর্গ কিমি
অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময়সূচি:	বিকাল ৩ টা হতে রাত ৮ টা পর্যন্ত।
সর্বমোট সম্প্রচার সময়:	দৈনিক ৫ ঘন্টা

কমিউনিটি রেডিও'র সাথে সম্পৃক্ত জনবলঃ

সীতাকুণ্ড সদরে ইপসার মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের চারতলা ভবনের ৪র্থ তলায় রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। তিনটি কক্ষে রেডিও স্টুডিও'র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০ জন সার্বক্ষণিক কর্মী এবং ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছে। তাঁদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় প্রেরণ করে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কাজ চলছে। রেডিও সাগর গিরি-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা তৈরীতে পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) কারিগরি সহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২ সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত

"অতীতে আমরা জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে কোন তথ্য আমাদের কাছে ছিল না। আমরা জানতাম না আবহাওয়ার পূর্বাভাস। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য চলে যেতাম। দেখা যায়, হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হলো, ঘূর্ণিঝড়ে মারা যেতো অনেক জেলে। বর্তমানে রেডিও সাগর গিরির আবহাওয়া বার্তা শুনে আমরা এখন অনেক সচেতন। আমরা এখন সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে সেখানেও মোবাইলে রেডিও সাগর গিরির আবহাওয়া পূর্বাভাস শুনে থাকি। তাই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের এখন মৃত্যু সংখ্যাও কমে আসছে"

- সীতাকুণ্ডের জেলে সম্প্রদায়

"সবজি ফলনের জন্য কৃষি কাজ করে গেছি। আমরা তেমন বুঝতাম না কোন জমিতে কোন ফসল রোপণ করলে ভাল ফলন হবে। কোথায় গেলে ভালো বীজ পাওয়া যাবে, কোন জমিতে কী সার ব্যবহার করতে হবে এবং কোন পোকা মাকড় ফসলের ক্ষেতে আক্রমণ করলে কি করতে হবে। এসব তথ্য বর্তমানে আমরা রেডিও সাগর গিরি'র অনুষ্ঠান শুনে জানতে পাচ্ছি। কোন জমিতে পোকা আক্রমণ করলে তা সরাসরি টক শোতে উপস্থিত একজন কৃষিবিদকে জানাই এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাই, যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হচ্ছি। রেডিও অনুষ্ঠানে কমিউনিটি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রাধান্য রয়েছে। আমরা এলাকার কৃষকরা সবাই জমিতে ধান বীজ বপন, সার প্রয়োগের মাত্রা রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিত শুনি"

- সীতাকুণ্ডের কৃষক জনগোষ্ঠী

অর্জন ও ফলাফল সমূহ

১. সম্প্রচার এলাকার প্রায় ৪ লক্ষ লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রতিবন্ধীতা, প্রবীণ বিষয়ক, উপযুক্ত ঋণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।

২. কর্মএলাকার প্রায় ২ লক্ষ কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।

৩. সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হচ্ছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে।

৪. এলাকার জনগণ যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে ও বুঝতে পারছে, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে।

৫. কর্মএলাকার প্রায় ৩ লক্ষ সংখ্যক নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. প্রায় ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক সম্প্রচার অনুষ্ঠান শুনতে পারছে এবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা বাড়ছে।

৭. সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।

৮. স্থানীয় জনগোষ্ঠী ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছে।

৯. বেকার যুবকরা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১০. যোগাযোগের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে (ওয়েবসাইটের মাধ্যমে) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে।

১১. দাতা সংস্থা সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের উপকারভোগীদের বিভিন্ন তথ্যাদি আদান-প্রদানে ও সার্বিক সমন্বয়ে মূখ্য ভূমিকা রাখছে।

রেডিও সাগর গিরি পরিচালনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

- দক্ষ জনশক্তির অভাব
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির স্বল্পতা
- বিকল্প বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করা
- শ্রোতা ধরে রাখা
- স্বেচ্ছাসেবক ধরে রাখা

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় সমূহ

১. প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা

২. নতুন নতুন উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল সময় উপযোগী অনুষ্ঠানমালা প্রণয়ন ও সম্প্রচার করা

৩. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা

৪. সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে প্রণোদনা প্রদান

৫. স্থানীয় প্রশাসন, পিকেএসএফ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৫.৬ শতাংশই প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুসারে, বাংলাদেশে এই হার প্রায় ৯.০৭ শতাংশ, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি, ধারণা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের। ২০১৩ সালে প্রণীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুসারে প্রতিবন্ধিতার ধরণসমূহ হলোঃ (১) অটিজম (২) শারীরিক (৩) মানসিক (৪) দৃষ্টি (৫) বাক্ (৬) বুদ্ধি (৭) শ্রবণ (৮) শ্রবণ দৃষ্টি (৯) সেরিব্রাল পলসি (১০) বহুমাত্রিক (১১) ডাউন সিনড্রোম (১২) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নির্মাণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান অংশগ্রহণ ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই, পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন শীর্ষক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। পাইলট পর্যায়ে উদ্যোগটির কার্যক্রম চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সৃজনশীলতা

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও প্রতিবন্ধী-বান্ধব কর্মপন্থার অভাবে কার্যকরভাবে তাদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়নি। প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থায়নে আগ্রহ দেখায় না, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও তেমনি প্রচলিত ঋণ নেওয়ার সাহস পান না। এমন বাস্তবতায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বছরব্যাপী আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছে। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ সেবা এবং স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

কর্মকাণ্ড

স্বল্প ও মধ্যম মাত্রার প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত কিন্তু কর্মক্ষম, এমন সদস্যদের সরাসরি এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কর্মএলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি প্রতিবন্ধী পরিবারকে সহজশর্তে ঋণ ও অনুদান এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজের (বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যতীত) এবং পরিবারের অন্য কোনো সক্ষম ব্যক্তির আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। একইসাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নানা ধরণের সহায়ক উপকরণ ও ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিবন্ধী অধিকার সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইপসা-এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় ২০১৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে উদ্যোগটির বাস্তবায়ন শুরু হয়। সীতাকুণ্ডতে এ পর্যন্ত ৫৪৯ প্রতিবন্ধী সদস্য আলোচ্য উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তাদের মাঝে ২.৭৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সেখানকার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে এর কার্যক্রম গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলায় সহযোগী সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিরূপায়িত হয়।

অর্জনসমূহ

১. স্বল্প ও মধ্যম মাত্রার প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন লক্ষিত ব্যক্তিদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে

২. ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে অনেকে মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা নির্বাহ করছেন

৩. প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে

৪. পরিবার ও সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা জোরালো হচ্ছে

৫. টেকসই জীবিকায়ন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভূক্তিমুলক উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে

চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

১. মানসিক ও শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত কর্মপন্থা নিরূপণ

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

৩. বসতবাড়ি ও আশপাশে প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি

৪. বিদ্যমান সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম জোরদার করা

৫. প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ও পারিবারিক নিগ্রহ থেকে সুরক্ষা দিতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের একটি অংশ। অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছে যারা নিয়মিত ফিজিওথেরাপী সেবা গ্রহনের অভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। এই সব ব্যক্তিদের ফিজিও থেরাপী সেবা প্রদানের জন্য ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার এবং ঘরে ঘরে গিয়ে ফিজিওথেরাপী সেবা প্রদান করে আসছে। ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারে রয়েছে একজন প্রশিক্ষিত ফিজিও থেরাপিষ্ট ও একজন সহকারী এবং রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী ও সেচ্ছাসেবক। এছাড়া ফিজিওথেরাপীষ্টের মাধ্যমে বছরে ২ বার ইপসা কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করছে। ফলে এলাকার প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকরা সহজে তাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক থেরাপী প্রদান করতে পারে।

লক্ষ্য: ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

উদ্দেশ্য:

১. প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা।

২. স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।

৩. ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা।

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের কর্মএলাকা:

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার সীতাকুন্ডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিওথেরাপী সেন্টারে সাধারনত সমগ্র সীতাকুণ্ড উপজেলা, সন্দ্বীপ, মীরসরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহণ করে থাকেন। ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে ইপসা ফিজিওথেরাপীষ্ট-এর মাধ্যমে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে।

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের বর্তমান কর্মকান্ড:

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বর্তমানে সপ্তাহে প্রতিদিন সেন্টারে ও প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে। যাতে এলাকার স্ট্রোক, মেনিনজাইটিস, সেরিব্রাল ফলসি, দূর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যাথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করছে। বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। পাশাপাশি থেরাপী গ্রহণের ফলে অনেক স্ট্রোক আক্রান্ত রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের কার্যক্রম মাইক্রোফাইন্যান্স ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্তকরণ:

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের কার্যক্রম আরো সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সেন্টারে কার্যক্রমের পাশাপাশি ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। ইপসা মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে এলাকার বিভিন্ন স্থানে সঞ্চয়ী দল রয়েছে। এই সংগঠনের সদস্য এবং মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মীবৃন্দ ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার এর কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এলাকায় প্রচারণা চালায়। ইপসা সীতাকুন্ড উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যেখানে থেরাপী সেন্টার মাঠ পর্যায়ে তার সেবা প্রদান বিস্তৃতি করেছে।

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- বেশী করে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করা
- থেরাপী প্রাপ্ত রোগী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুসারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা
- থেরাপী কক্ষের ব্যবস্থা করা
- থেরাপী প্রাপ্ত রোগী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বসার কক্ষ সজ্জিতকরণ
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্লে কর্ণার বৃদ্ধি করা
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ফিজিও থেরাপিষ্ট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা
- সার্বক্ষণিক একজন ভাল চিকিৎসক-এর ব্যবস্থা রাখা

আরসিসি (রেড চিটাগাং ক্যাটল) জাত উন্নয়নে ইপসা

প্রোটিন ও পুষ্টির চাহিদা পুরণে গবাদিপ্রাণির ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কোন জাত বিকাশ লাভ করেনি। তৃণমূল পর্যায়ের গতানুগতিক ভাবধারার পালন পদ্ধতি, প্রাণিসম্পদ ও প্রজনন বিষয়ে যথাযথ তথ্য ও জ্ঞানের অভাব, খামারীর দুর্বল অর্থনীতি, পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে জাত উন্নয়নের সম্ভাবনার দ্বার অন্ধকারেই রয়ে যায় ফলে দুধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বাস্তব চিত্র ফলপ্রসু নয়। পরিসংখ্যানে গবাদি প্রাণির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও উৎপাদন ও বাজারমূল্য স্থিতিশীল না হওয়ায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ পুষ্টিহীনতার স্বীকার। এমতাবস্থায়, দেশীয় জাত উন্নয়নের বিষয়টি প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সকল অংশীজনের নিকট অত্যাবশ্যকীয় বিষয়রুপে উপস্থাপিত।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দেশীয় জাতের অনুসন্ধানে সরকারী, বেসরকারী, খামারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও সাফল্য অধরায় থেকে যায়, এ পরিস্থিতিতে রেড চিটাগাং ক্যাটল বা আরসিসি গরুর পুনরুদ্ধার সকলকে আশাব্যঞ্জক করে ও ভাবিয়ে তোলে। গবেষণায় দেখা যায়, স্বীকৃত জাতের সকল বৈশিষ্ট্য আরসিসি'র মধ্যে বিদ্যমান এবং জাত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিক উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন সম্ভব। আরসিসি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব তথা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি প্রজাতি। স্থানীয়ভাবে 'লালগরু', 'বিন্নি গরু' প্রভৃতি নামে পরিচিত। এ প্রজাতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অষ্টমুখী লাল, বছর প্রতি বাছুর, অধিক মানসম্পন্ন দুধ, অধিক স্বাদযুক্ত মাংস, কম ব্যয়, অধিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি।

পরিবেশ, প্রতিবেশ, ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আরসিসি বাংলাদেশের জন্য মানানসই একটি প্রজাতি। সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগ এ বিষয়ে সচেতন হলেও সীমাবদ্ধতার কারণে শুধুমাত্র নির্ধারিত এলাকায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ব্যতীত কোন উদ্যেগ বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়নি। এ প্রেক্ষিতে, সরকারের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রজাতিকে জাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) একাধিক বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনকে সমন্বিত করে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আরসিসি প্রজাতির জাত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গতি আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

'রেড চিটাগাং ক্যাটল এর জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ' ইপসার মাধমে আরসিসির জাত উন্নয়নে পিকেএসএফ'র একটি উদ্যোগ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড এলাকায় ইপসা উক্ত শিরোনামে কার্যক্রম শুরু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে ব্রিডিং খামার স্থাপন, টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান, প্রশিক্ষণ, আরসিসি ঋণ প্রদান, প্রাণি প্রজননে বুল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, কারিগরী সেবা প্রদান ইত্যাদি। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১২৫ জন সদস্যকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত সদস্যদের মাঝে কৃমিনাশক, টিকা ও কারিগরি সেবা, উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হচ্ছে-

১. আরসিসি তথা দেশীয় জাত উন্নয়ন

২. মাঠ পর্যায়ে আরসিসি জাতের সম্প্রসারণ

৩. স্থানীয়ভাবে উক্ত জাতের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি

৪. গুণগত মানসম্পন্ন অধিক দুধ উৎপাদন

৫. বিলুপ্তপ্রায় জাতটির কৌলিক মানের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ

৬. প্রোজেনী বুল তৈরী করা

এক নজরে উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য

উদ্যোগের নাম	প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি
বাস্তবায়নকাল	০৩ বছর (জুলাই ২০১৮- জুন ২০২১)
উদ্যোগের কর্মএলাকা	কাউখালী উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

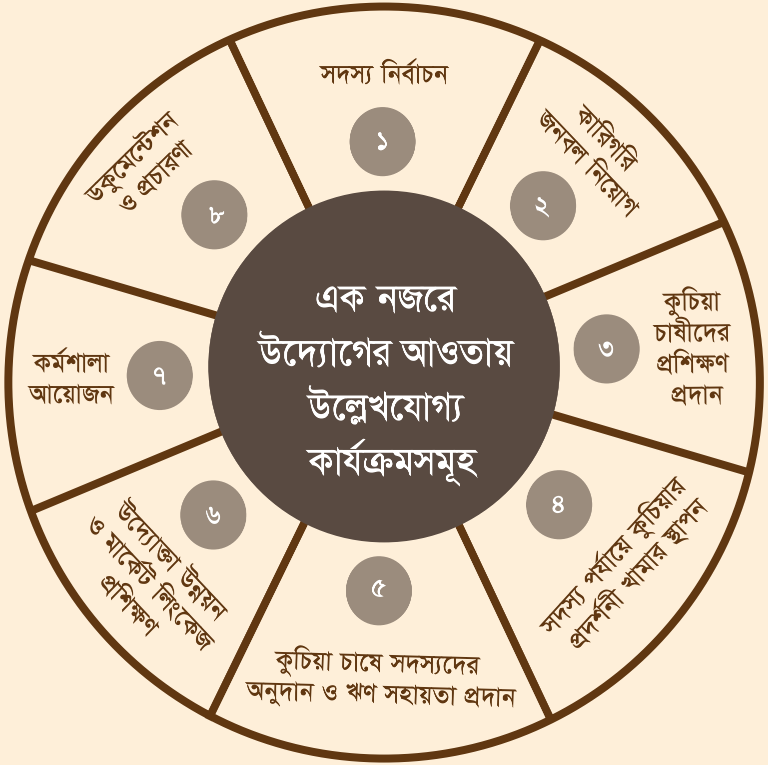

উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. কুচিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রজাতি সংরক্ষণ।
২. পুকুর বা ডিচে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কুচিয়ার বংশবিস্তারে সহায়তা করা।
৩. সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে কুচিয়া চাষ সহজকরণ ও জনপ্রিয় করা।

কুচিয়া চাষের সুবিধাসমূহ

১. কুচিয়া কষ্টসহিষ্ণু মাছ যা অধিক মজুদ ঘনত্বে পুকুর, হাপা, চৌবাচ্চা, ডিচে চাষ করা যায়।
২. কম অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা জলাশয়ের প্রতিকূল পরিবেশে কুচিয়া টিকে থাকতে পারে।
৩. জীবিত অবস্থায় কুচিয়া বাজারজাত করা যায়।
৪. কুচিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে।
৫. গ্রামীণ মহিলারা সহজেই পুকুর/হাপা/চৌবাচ্চা/ডিচে কুচিয়া চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

কুচিয়ার খাদ্যমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

কুচিয়া একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মাছ	এতে উচ্চ মানসম্পন্ন প্রোটিন পাওয়া যায়	প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় প্রায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়	১০০ গ্রাম কুচিয়া থেকে প্রায় ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়

কুচিয়া চাষে ইপসা ঃ

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কুচিয়া চাষ কার্যক্রমকে কর্মএলাকায় বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ইপসা সংস্থা পর্যায়ে কুচিয়ার একটি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করেছে। সংস্থা পর্যায়ে স্থাপিত খামারটি দুই ভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনভ করেছে। একটি হলো বিশেষায়িত উপায়ে ডিচ স্থাপন (২৪ ফুট দৈর্ঘ্য, ১২ ফুট প্রস্থ এবং ৪ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট) স্থাপনের মাধ্যমে এবং অপরটি চৌবাচ্চা (৮ ফুট দৈর্ঘ্য, ৫ ফুট প্রস্থ এবং ৩ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট) স্থাপনের মাধ্যমে। সদস্য পর্যায়ে কুচিয়ার প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে পরিবার ভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের লক্ষ্যে ইপসা কাজ শুরু করেছে।

৩। টার্কির খামার প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

টার্কি হলো পোল্ট্রি খাতভুক্ত একটি পাখি। অনুকূল আবহাওয়া, কম খাদ্য খরচ ও স্বল্প-পরিশ্রম সাপেক্ষ হওয়ায় বাংলাদেশে টার্কি পালনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে মাংস সরবরাহের একটি বৃহৎ অংশ আসে মুরগি, বিশেষতঃ ব্রয়লার মুরগি থেকে। বর্তমান বাজারে ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা ও খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এছাড়াও, এদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রয়লার মুরগি পালনের ফলে তাদের রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্ক্ষিত ওজন পাওয়া যাচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতিতে টার্কি হতে পারে ভবিষ্যতে মাংসের চাহিদা পূরণের অন্যতম সমাধান। LIFT কর্মসূচির আওতায় 'ইপসা' চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় টার্কি পালন প্রযুক্তি সদস্য পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ বাস্তবায়ন করছে।

উদ্যোগের উদ্দেশ্য

টার্কি পালন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

টার্কি পালনের বিশেষ দিকসমূহ

১। টার্কির মাংস সম্পূর্ণ হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত

২। ৩-৪ মাস বয়সী একটি টার্কির ওজন প্রায় ৮-১২ কেজি হয়ে থাকে

৩। বাণিজ্যিক ব্রয়লার মুরগির তুলনায় টার্কি পালনে খরচ কম

৪। ৮-১২ কেজি ওজনের একটি টার্কি বিক্রয় করলে প্রায় ১৪০০/- টাকা হতে ১৫০০/- টাকা মুনাফা হয়ে থাকে

উদ্যোগের আওতায় গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ

উদ্যোগটি দু'টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। একটি হলো সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ও অপরটি সদস্য পর্যায়ে। সংস্থা পর্যায়ে উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন শাখা সংলগ্ন এলাকায় টার্কির একটি প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন করা হবে। এছাড়াও, সদস্য পর্যায়ে বর্ণিত উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে টার্কি পালনে আর্থিক (ঋণ ও অনুদান) এবং প্রয়োজনয়ি কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে, সদস্য পর্যায়ে প্রদানকৃত অনুদান সহায়তা মধ্যে রয়েছে টার্কির বাচ্চা, আবাসন, ঘাস চাষ, কৃমিনাশক ও প্রতিষেধক টিকা বিতরণ ইত্যাদি এবং কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা পরামর্শ সেবা। এসব সমন্বিত উদ্যোগের ফলে সদস্য পর্যায়ে বর্ণিত উদ্যোগের দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিঘাত লক্ষ্য করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কেস স্টাডি

রেডিও
FM 99.2
সাগর গিরি
সবার কথা বলে

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে
রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২ এর ভূমিকা

আমি লিজা আক্তার। আমার বয়স ১৪ বছর পেরিয়ে ১৫ বছর পড়েছে। বর্তমানে আমি দশম শ্রেনীতে পড়ালেখা করছি। আমার বাড়ী ৪নং মুরাদপুর ইউনিয়নের ফকিরহাট গ্রামে। আমার বাবা চাকুরিজীবি, মা গৃহিনী। আমরা ১ ভাই ৩ বোন। আমাদের এলাকায় রেডিও সাগরগিরি বিগত ছয় বছর যাবৎ বিভিন্ন সচেতনতামূলক রেডিও প্রোগ্রাম সম্প্রচার করে আসছে। আমি ঐ প্রোগ্রাম সমূহ শুনে আসছি এবং আমরা ১৫/১৬ জন মিলে একটি রেডিও শ্রোতা ক্লাব গঠন করেছি। আমাদের এলাকায় রেডিও সাগর গিরি-এর স্বেচ্ছাসেবক শিরিনা আপা প্রতি মাসে এক বার আসে, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধসহ নানাবিধ বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে রেডিও প্রোগ্রাম শুনতে বলে। আমাদের এখানে প্রায় ১২ টি বিষয় রেডিও প্রোগ্রাম হয়েছে। এই বিষয় গুলোর মধ্যে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে বাল্যবিবাহ বিষয় সম্পর্কিত রেডিও প্রোগ্রামটি। কারণ আমি এই অনুষ্ঠান থেকে অনেক নতুন ধারণা পেয়েছি।

কিছুদিন আগে আমার শ্রোতা ক্লাবের সদস্য লাভলীর জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব আসে। লাভলীর বয়স ১৫ বছর। সে অষ্টম শ্রেনীতে পড়ে। তার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব চিন্তিত থাকতো। তাই সে এ বিষয়টা নিয়ে শিরিনা আপার সাথে আলোচনা করে। লাভলী আমাদেরকে জানায় যে, তার এই বিয়েতে সম্মতি নেই। এমতাবস্থায়, আমরা সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং করি। এই মিটিং এ আমরা ক্লাবের সকল সদস্য, লাভলীর বাড়ীর কয়েকজন অভিভাবক এবং স্থানীয় মেম্বারসহ এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সেই মিটিং এ বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনা করেন শিরিনা আপা। তিনি বলেন, রেডিও সাগরগিরিতে আমরা শুনেছি কম বয়সে বিয়ে হলে সাধারনত মেয়েরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি আরো বলেন, মেয়েটি কিশোরী হওয়ায় যে ক্ষতি গুলো হয় সে গুলো হল প্রথম অবস্থায় সংসার সম্পর্কে ধারণা না থাকা। ফলে স্বামীর সাথে এবং সংসারের অন্যান্যদের সাথে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকবে। এরপর যখন সে গর্ভবতী হবে তখন নানাবিধ সমস্যা হতে পারে যেমন মৃত সন্তান জন্ম দিতে পারে, সন্তান হওয়ার সময় জরায়ু ছিড়ে যেতে পারে। এছাড়াও মা ও সন্তান অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। এই সব বিষয়ে আলোচনা শোনার পর লাভলীর অভিভাবক বলেন, আমার মেয়ের বয়স মাত্র ১৫ বছর। আমার মেয়ে দেখতে সুন্দর হওয়ার বখাটে ছেলেরা নানাভাবে বিরক্ত করে। এর ফলে ঠিক মতো স্কুলে যেতে পারে না এবং এসব কারণে পড়ালেখা করতে পারছে না। এখন না পেরে আমি তার বিয়ের দেবার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আজ রেডিও সাগর গিরি'র প্রোগ্রাম শুনে এবং এই মিটিং আসার পর আমার সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করেছি। আমি আমার মেয়েকে এখনই বিয়ে দেব না এবং ভাল করে পড়ালেখা করাব। কারণ আমি বুঝেছি যে আমার মেয়ের বিয়ের পর এই সমস্যাগুলো হতে পারে এবং তখন আমার কষ্ট লাগবে। রেডিও সাগরগিরি এই ধরনের উন্নয়নমূলক রেডিও প্রোগ্রাম সম্প্রচার করার জন্য ধন্যবাদ।

সবজি চাষ ও গাভী পালন করে স্বাবলম্বী আবুল কালাম

সীতাকুণ্ড উপজেলার বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের পূর্ব লালানগর গ্রামের ৫৮ বছরের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আবুল কালাম বলেন, আমি পূর্ব লালানগর প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্য। আমার স্ত্রী মাকসুদা বেগম (৫২) একজন গৃহিনী ও ৪ ছেলে মেয়ের মধ্যে ২জন বর্তমানে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এবং ২ জন কাজ করে। আবুল কালাম বলেন, আমি ছোট থেকে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। আমার পা এবং কোমরে প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সকলের সহযোগিতায় কোন রকমে বড় হই। পরবর্তীতে আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায় বিয়ে করার পর পরিবারের খরচ যোগাতে আমি আর্থিক কষ্টে পড়ি, যাতে আমার সংসার চালাতে কষ্ট হতো। আমার বাইরে গিয়ে কোন ব্যবসা করার ইচ্ছা হলেও আর্থিক ও শারীরিক কারণে কিছু করতে পারতাম না। ফলে বড় ছেলেগুলোকে পড়ালেখা করাতে পারি নাই।

তিনি বলেন, ২০০৮ সালে আমি ইপসা'র সহযোগিতায় পূর্ব লালানগর প্রতিবন্ধী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হই। সংগঠনে অংশ নেয়ার আগে আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে জানতাম না। আমি সংগঠনের সভার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারী-বেসরকারী সেবা সমুহ সর্ম্পকে জানতে পারি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রম বিষয়ে জানতে পারি।"

২০১৫ সালে আমি পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত "প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়ন" কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হই। পরবর্তীতে আমি ইপসা আয়োজিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সর্ম্পকে ভালভাবে জানতে পারি। আমি ইপসার আয়োজনে ২ দিনব্যাপী গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ ও ২ দিন ব্যাপী বসতবড়ীতে সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করি। প্রশিক্ষণ পরবর্তী আমি প্রথমে ইপসা হতে ২০,০০০/ (বিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে ১টি গরু ক্রয় করি এবং কিছু জায়গা বন্ধক নিয়ে কিছু সবজি চাষ শুরু করি। ফলে ১ম বছর সবজি চাষ করে আমি প্রায় ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা লাভ করি। পরবর্তীতে আমি ইপসা থেকে আবার সবজি চাষের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নিয়ে মৌসুমী ঋণ গ্রহণ করে আরো বেশী পরিমাণ সবজি (সিম, বরবটি, লাউ ও টমেটোর) চাষ করি। বর্তমানে আমি গরুর দুধ বিক্রি করি বেশ ভাল আয় করছি এবং সংসারে দুধের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছি।

“পিকেএসএফ ও ইপসার সহযোগিতায় আজ আমি নিজে ব্যবসা করতে পারছি এবং ছেলে-মেয়েকে পড়ালেখা করানোর পাশাপাশি ভালভাবে সংসার করছি। তাদের এই সহযোগিতার ফলে আজ আমি সমাজে অন্যান্যদের মতো স্বাবলম্বী হতে পেরেছি”

উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয়ী আলেয়া

পৌষের শেষ বিকেল। রোদের রঙ প্রায় ম্লান ও হলুদ। তেজ কম। একটু মিষ্টি আবার অলসও। শিম ক্ষেত, ফুল কপি, বাঁধা কপি ক্ষেতের সবুজ মেঠো পথের ভিতর দিয়ে পৌছায় পূর্ব লালানগর আলেয়ার বাড়িতে। বাড়ির আঙিনায় পা রাখতেই একটু কৌতুহলী, একটু উদ্বিগ্ন ও একটু হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে থাকেন আলেয়া। আঙিনার একপাশে গৃহস্থলী উনুন। তার একটু সামনে বসে ব্যস্ত হাতে পরম যত্নে একের পর এক বেতের জোড়া লাগিয়ে পাটি বুননের কাজ করে চলেছেন আলেয়া। যেন এ কাজ তার ভালোবাসা ও সত্ত্বার সাথে মিশে গেছে। যার দেখাদেখি আশে পাশের যে কোন প্রতিবন্ধী স্বজনরা নিজেদের আর্থিক ইতিবাচক পরিবর্তনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত হবেন। আলেয়ার শ্বাশুড়ি ও প্রতিবেশিরা জানান, আলেয়া বুনন কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, গৃহস্থালী কাজ সামলাবার পর আর কোন কাজে ফুসরত থাকে না।

আলেয়া বেগম (৪৫) একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (এক চোখ)। সীতাকুন্ড উপজেলার বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের পূর্ব লালানগর গ্রামের মজিদ টেন্ডলের বাড়ীর তাজুল ইসলামের সাথে ১৭ বছর আগে বিয়ে হয়। বর্তমানে তিনি ১ ছেলে ও ২ মেয়ের জননী। স্বল্প সময়ের মধ্যে আলেয়ার সাথে আমার মানসিক সংকোচের দূরত্ব শূণ্যের কোঠায় নেমে এল। তাই উপক্রমনিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া নিজ থেকে ভেঙ্গে বললেন, গত সময়গুলোর চেয়ে এই সময়ের উৎপাদিত বেতের পাটি বিক্রি করেছি বেশি। তখন নিজস্ব পুঁজি ছিল না। কাঁচামালের অভাব ছিল। তাই হাত খরচের জন্য মাঝে মধ্যে বেতের কিছু পণ্য তৈরী করে তা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতে হতো। এখন আমার পুঁজি আছে, পর্যাপ্ত পরিমান বেত আছে দৈনিক ২/৩ টি বেতের চাটাই তৈরী করি। প্রতি সপ্তাহে আমার স্বামী ১০-১২ টি পাটি হাটের দিনে ১৬০০/- টাকা হতে ১৮০০/- টাকায় বিক্রি করে এবং এতে আমার ৪০০/- হতে ৪৫০/- টাকা লাভ হয়, যা থেকে কাজের জন্য কিছু টাকা রেখে বাকীটা সংসারের জন্য খরচ করি।

এরকম দুঃসময়েই আলেয়ার সাথে পরিচয় হয় ইপসা প্রতিবন্ধী পুর্ণর্বাসন কর্মীর সাথে। আলেয়া ধাপে ধাপে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার, সভায় অংশগ্রহন করে। এসব অনুষ্ঠানের সফল প্রতিবন্ধীদের জীবনের সাফল্যগাথাগুলো তার মনের মাঝখানটায় এক ধরনের আবেগ অনুভুতির সৃষ্টি করে। এক সময় সাহসী হয়ে উঠি। ২০১০ সালে আমি ইপসা'র 'লালানগর প্রতিবন্ধী স্বনির্ভর সংগঠন'র সাথে যুক্ত হই এবং নিজের অধিকার বিষয়ে সচেতন হই, প্রতিবন্ধী সনদপত্র পাই। আলেয়া জীবনের খেলায় জিততে চান। ক্রমশ তার জীবন চলার স্রোত বদলে যায়। আলেয়ার জীবনে বেড়ে উঠায় তার মা'র সঙ্গ পেয়েছেন বেশি। বাঁশ বেতের কাজের হাতে খড়ি তাও মায়ের কাছে। যা দ্বারা এক সময় মা'র সংসারের আর্থিক সাহায্য করত। এক সময় নিজের কাজের উপর বিশ্বাস ফিরে আসল। তার মনে ইচ্ছা জাগে, মায়ের কাছে শেখা একাজ সারা পৃথিবীর প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী সকল মানুষের সামনে তুলে ধরা। ২০১৬ সালে ইপসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। উক্ত কার্যক্রম হতে আলেয়া সহজ শর্তে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে শুরু করেন বাঁশ বেতের কাজ। এখন এই কাজের আয় থেকে তিনি পুরো সংসার চালান। ২টি ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালান। প্রথম দফায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ পরিশোধের পর আলেয়া আবার ইপসা থেকে ২য় দফায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তার কাজের পুঁজি বাড়ান। আলেয়ার আশা, আগামীতে ইপসা থেকে ঋণের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে আরো ভালভাবে তাঁর উৎপাদিত বেতের নানা সামগ্রী বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তুলবে পুরো পরিবারকে।

"বাঁশ বেতের বিভিন্ন রকমের কাজ করতে পারি যেমনঃ শীতল পাটি, চালনি, মোড়া, ঝুড়ি, ব্যাগ, হাত পাখা ইত্যাদি। আমার কাজের মান ভাল হওয়াতে সব পণ্য এক সাথে বিক্রি হয়ে যায় এবং বেশ ভাল মূল্য পাই। আর এই কাজে জিনিস নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। অল্প পুঁজিতে স্বল্প জায়গায় ঘরে বসে অবসরে এই ব্যবসা সহজেই করা যায়- জানান আলেয়া"।

ইচ্ছা শক্তি দিয়ে প্রতিবন্ধিতাকে জয় করলেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মোঃ সামশুদ্দীন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এখন আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নয়। এই প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বর্তমানে আমি একজন সফল ব্যবসায়ী। কথাগুলো অবলীলায় বললেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মোঃ সামশুদ্দীন (২৮ বছর)। সীতাকুণ্ড উপজেলার বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের ৭ নং ওর্য়াডের ফরহাদপুর গ্রামের রাজামিয়ার বাড়ীর বাসিন্দা মো: সামশুদ্দীন। বর্তমানে সামশুদ্দীন বিবাহিত ও ১ ছেলে সন্তানের জনক। তার স্ত্রী নাছিমা আক্তার গৃহিনা ও ছেলে মোনাফের বয়স ২ বছর।

মাত্র ৩ বছর বয়সে দৃষ্টি শক্তি হারান সামশুদ্দীন। দৃষ্টি শক্তি হারানোর পরও পারিবারিক অস্বচ্ছলতার এবং অসচেতনতার জন্য সামশুদ্দীন পড়া লেখা করতে পারেননি। ২০০৮ সালে ইপসা সামশুদ্দীন এর গ্রামে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকে ইপসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ও অধিকার আদায়ে কাজ করছে। ইপসার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কার্যক্রমের কথা শুনে সামশুদ্দীনের মা ইপসা কর্মীর সাথে সামশুদ্দীনের উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলেন এবং ইপসা কর্মী সামশুদ্দীনকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানালে সামশুদ্দীন ও তার মা প্রতি মাসিক সভায় অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ে জানতে পারে।

২০১২ সালে ইপসা কর্মী সামশুদ্দীনকে কোন কাজ করার কথা বলে। এতে সামশুদ্দীন ও তার পরিবার সাহস করলেন না এবং তারা বলেন, একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কিভাবে কাজ করবে। কিন্তু ইপসা কর্মী তাদের উৎসাহ প্রদান করলেন এবং সামশুদ্দীনের এলাকায় কমিউনিটি মিটিং করে সবাইকে সামশুদ্দীনকে ব্যবসা করার জন্য সহযোগিতার কথা বলে। কিন্তু এতেও সামশুদ্দীন তা পরিবার সাহস করছিল না। পরবর্তীতে ইপসা কর্মী তার পরিবারের সাথে বার বার বসার পর তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২০১৩ সালে ইপসা সামশুদ্দীনকে ৩০০০ টাকা দিয়ে একটি পান সিগারেটের বাক্স ও কিছু শিশুদের চকলেট, চিপস ও কেক নিয়ে তার ঘরের মধ্যে ছোট দোকান করে দেয়। দোকান করার পর তার পরিবার তাকে দোকানের কাজে সহযোগিতা করতে থাকে। সামশুদ্দীন ঘরের মধ্যে দোকান করতে করেত আস্তে আস্তে ব্যবসা করা নিয়ম শিখে নিতে লাগল এবং টাকা পয়সা চিনতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে তার মা -বাবা থাকে বিয়ে করান এবং তাদের সংসাসে একটি ছেলে জন্ম নিল। সামশুদ্দীন তার বিয়ের পর থেকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবং স্বপ্ন দেখতে থাকে দোকানের পরিধি বড় করার। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য দোকানের পরিধি বড় করতে পারছিল না।

২০১৬ সালে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইপসা'র প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচির ঋণ কার্যক্রম হতে সহজ শর্তে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে সামশুদ্দীন তার বাড়ীর সামনে একটি দোকান দেন। পাশাপাশি তার সহজ চলাচলের জন্য একটি সাদা ছড়ি দেয়। যাতে সে টাকা এবং সাদা ছড়ি ব্যবহার করে সহজে সিগারেট, শিশুদের খাবার, বিস্কুট, চনাচুর, ডাল, তেল ইত্যাদি বিক্রি শুরু করেন। পরবর্তীতে সে দোকানে ফ্লাক্সের মাধ্যমে চা বিক্রি শুরু করে। পরিবার ও এলাকার সকলের সহযোগিতায় সামশুদ্দীন তার দোকানের ব্যবসা ভালভাবে করে আসছিল এবং মাসিক প্রায় ৫,০০০/- টাকার মতো আয় করতো।

সামশুদ্দীন বলেন, “দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েও আমি সব কাজ করতে পারি। আমি সকলের সহযোগিতায় দোকানের ব্যবসা করে আসছি । পাশাপাশি দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস আমি নিজে বড়দারোগা হাট বাজার থেকে নিজে ক্রয় করে আনি এবং দোকানে বিক্রি করি। এছাড়া আমি দোকানের প্রয়োজনে ঘর থেকে ফ্লাক্সে করে চা নিয়ে আসি এবং বালতি ও জগে করে টিউবওয়েল থেকে পানি আনি।” সে আরো বলে “দোকানের প্রয়োজনে আমার কাজ আমার নিজে করতে অনেক ভাল লাগে। এছাড়া ইপসা বিভিন্ন সময় সভা করায় আমাদের এলাকার লোকজন আমাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন। যাতে আমার ব্যবসা করতে কোন অসুবিধা হয় না।”

সামশুদ্দীনের দোকানে ক্রেতার চাহিদা অনুসারে এবং তার স্বপ্নের পরিধি বড় করার প্রত্যেয়ে সে প্রথমে নেয় ২০,০০০/- টাকা পরিশোধ করে আবার সহজ শর্তে ইপসা থেকে ৩০,০০০/- টাকা ঋণ নেয়। পরবর্তী ঋণ নিয়ে সে দোকানের জন্য একটি ফ্রিজ ক্রয় করে। যাতে সে প্রয়োজনীয় ঠান্ডা পানীয় সংরক্ষই করে। বর্তমানে এই দোকান থেকে সে প্রতিদিন গড়ে ১৬০০/- টাকা হতে ১৭০০/- টাকায় বিক্রি করে গড়ে প্রায় ৪৫০/- লাভ করছি।

শেষ কথা

দেশের কৃষিজ উৎপাদন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে শুধুমাত্র আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ উপলদ্ধি হতেই পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় 'ইপসা' সদস্যদের উপযুক্ত ও চাহিদামাফিক ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সংগঠিত সদস্যদের বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যাতে করে প্রত্যেক সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি কাঙ্খিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জন করা যায়। দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসার কোন বিকল্প নেই। এলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় 'ইপসা' তাই নানাবিধ উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে।

“প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-নির্ভর সংগঠন সমূহের ৮ম সম্মেলন” - অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

প্রকাশনায়
ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)